দৈনিক ইনকিলাব

27

তারিখ 25 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

বাউফলসহ দক্ষিণাঞ্চলে ছেলে ধরার আতঙ্ক

স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি হ্রাস ঃ অভিভাবক মহলে উৎকণ্ঠা

বাউফল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাউফলসহ দক্ষিণাঞ্চলে ছেলে ধরা আতঙ্ক এখন চরমে। প্রায় প্রতিদিনই খবর পাওয়া যাচ্ছে কোনো না কোনো স্থানে হয় শিশু সন্তান নিয়ে গেছে বা ছেলে ধরা ধরা পড়েছে। অভিভাবক মহলে উৎকণ্ঠা এতই প্রবল যে, স্কুলে পাঠানো তো দূরের কথা ঘরের বাইরেই বাচ্চাদেরকে বের হতে দেয় না। যার ফলে গ্রাম এলাকায় স্কুলে ছাত্র উপস্থিত দরুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। শহরস্থ স্কুলগুলোতে মায়েরা স্কুলে আনা নেয়া করছে বাচ্চাদেরকে। এ এক কঠিন অবস্থা। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তেমন কোনো লক্ষণীয় পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না। হাতেনাতে ধৃত ছেলে ধরাকে পুলিশ থানা থেকে ছেড়ে দেয় বা বড়জোড় ৫৪ ধারায় কোর্টে চালান দেয়া পর্যন্তই দায়িত্ব শেষ। এতে জনসাধারণের মধ্যে আইন হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশাপাশি আতঙ্ক আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি বাউফল ও দক্ষিণা থানার বেশ কিছু শিশু রাতের অন্ধকারে চুরি হয়েছে। এর মধ্যে বাউফল থানার কর্পূরকাঠি গ্রামের জামালউদ্দিনের ১২ দিনের কন্যা, জিডি নং-৮/৯৭, তাং ২০ জুন। অলিপুর গ্রামের করিম মিস্ত্রির ২২ দিনের ছেলে ৬ জুলাই রাতে নিয়ে গেছে। ৫ মেয়ের পর এ ছেলে ২২ দিন আগে জন্মগ্রহণ করে। মা-বাবা এখন পাগল প্রায়। অলিপুর গ্রামের বিজেন্দ্র বাওয়ার ৮ মাসের মেয়ে পুতুলকে ১২ জুলাই রাতে ঘর থেকে নিয়ে গেছে।

গত ২৭ জুলাই রাতে কনকদিয়া গ্রামের নিজাম বয়াতীর ৬ মাসের ছেলে সুমনকে তার নানা বাড়ী থেকে নিয়ে গেছে। থানায় জিডিই হয়েছে। গত ৩ আগস্ট বিলবিলাস দেরেস খাঁ বাড়ীর একঘরে রাতে বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে এক শিশুকে নেয়ার চেষ্টা করলে মা দা দিয়ে ছেলে ধরার হাতে কোপ দেয়। পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে। থানায় অভিযোগ হয়েছে।

এছাড়াও সাজুপুরা গ্রামের ওজাবাড়ী থেকে ৬ মাসের এক শিশু নিয়ে গেছে বলেন জানা গেছে।

গত ৯ আগস্ট দশমিনা থানার বাপ্পী নামের এক শিশুকে রাবেয়া নাম্নী এক মহিলা আমান-৩ লঞ্চে করে ঢাকায় নিয়ে যাবার সময়ে কালাইয়া লঞ্চঘাটে ধরা পড়ে। বাউফল থানা হয়ে দশমিনা থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে পুলিশ ছেড়ে দেয়ায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গত ১২ আগস্ট ভোর রাতে বাউফল থানার সাবুপুরা গ্রামের কালাম মিয়ার দেড় বছরের কন্যা শাবানাকে ঘরের বেড়া কেটে নিয়ে যাবার সময় মায়ের চিৎকারে এলাকার লোকজন পটুয়া থানার অভিনাশ চন্দ্র হাং (৩২) ও সঞ্জয় (১৮) এবং বাউফল থানার বীরপাশার উত্তম (২২)-কে ধরে বাউফল থানায় সোপর্দ করেছে। ধৃত ব্যক্তিরা কচ্ছপ ধরছিল বলে জানায়। কিন্তু জনগণের বক্তব্য রাতের আধারে কচ্ছপ ধরার কাহিনী বানোয়াটা। পুলিশ তাদেরকে ৫৪ ধারায় কোর্টে চালান দিয়েছে। এভাবেই দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই ছেলে ধরার কাহিনী শোনা যাচ্ছে। পুলিশী তৎপরতা ৫৪ ধারায় চালান দেয়ার মধ্যে সীমিত না রেখে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন- যাতে জনমনে পুলিশের তৎপরতার প্রতি আস্থা সৃষ্টির হয়, ছেলে ধরা আতঙ্ক হ্রাস পায়। এ অভিমত অভিজ্ঞ মহলের।